সংবাদ
তারিখ ... 14 JUL 2008 ... পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১

মতামত

দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চাই

আবুল কাশেম চৌধুরী

স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে আজ থেকে ৩৭ বছর আগে। আমরা উন্নতি লাভ করেছি দুর্নীতিতে ও অনৈতিকতায়। শিক্ষা ব্যবস্থাও এর বাইরে নয়। শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বত্র দুর্নীতি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, শিক্ষা বিষয়ক সব অফিস-আদালত সর্বত্রই দুর্নীতি এবং অনৈতিকতা। সরকার বাজেটে শিক্ষা খাতে যে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে তার বেশিভাগ দুর্নীতির মাধ্যমে পকেটস্থ করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হয় না। আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আস্তে আস্তে দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। শিক্ষাজীবন শেষে আমাদের সন্তানরা কর্মজীবনে প্রবেশের পর দুর্নীতি করতে দ্বিধাবোধ করে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদের ব্যবস্থা না করলে দুর্নীতি থেকেই যাবে। দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকরা জাতিকে দিতে পারে আলোকিত মানুষ। আমাদের বুঝতে হবে সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ দুর্নীতি করে না। দুর্নীতি করে শিক্ষিত মানুষরাই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি বন্ধ করা গেলে দুর্নীতি কমে আসবে। কয়েক বছর আগে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে একজন চেয়ারম্যান একটি বেসরকারি টেলিভিশনে বলেছিলেন, সরকার নির্ধারিত ফির বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফি দেবেন না। যদি কেউ বেশি ফি দিয়ে থাকেন টাকার রসিদ নেবেন। বাংলাদেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কয়েকগুণ বেশি অর্থ নিয়ে পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছে। বেশি টাকার রসিদ দেয়নি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আমার ছোট মেয়ে ২০০৮ সালে এইচএসসি পরীক্ষার্থী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফরম পূরণের জন্য তার 'স্কুল অ্যান্ড কলেজে' গেলে আমাকে বলা হয় ৩ হাজার ৩০০ টাকা দিতে হবে। পরে ২ হাজার ৮০০ টাকা আমার কাছ থেকে নেয়। রসিদ দেয়া হয় ১ হাজার ৮০০ টাকার। উল্লেখ করা হয় পরীক্ষার ফি বাবদ ১ হাজার ১০০ টাকা। বকেয়া বেতন বাবদ ৭০০ টাকা। যদিও আমার মেয়ের বেতন বকেয়া ছিল না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানা ধরনের দুর্নীতি হয়েছে এবং হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা জনগণের কাম্য।

২৬ জুন ২০০৮ এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর ৭২.১৮% ছাত্রছাত্রী পাস করেছে এবং গত বছরের তুলনায় এ বছরে পাসের হার ১৩.৮২% বেড়েছে। অন্য দিকে ৯১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজনও পাস করেনি। যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। পাস না করা সে সব ছাত্রছাত্রীদের কি অবস্থা হবে? গ্রামীণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শহরের মতো সুযোগ-সুবিধা দেয়া সম্ভব না হলেও তার কাছাকাছি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এবার ৭টি শিক্ষা বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল ৭ লাখ ৪৩ হাজার ৬০৯ জন। তার মধ্যে ফেল করেছে ২ লাখ ১৭ হাজার ৩৩ জন। আমাদের দেশে পাস করা ছাত্রছাত্রীদেরও অভিভাবকদের ঘুম হারাম। কিভাবে সন্তানদের কোথায় ভর্তি করাবেন, উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীরা ও অভিভাবকরা অসহায় অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। আমরা দেখেছি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসিতে ছাত্রছাত্রীরা পাস করে থাকে ৯৪% থেকে ৯৮%। ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা রয়েছে সে দেশে।

উল্লেখ করা দরকার যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতভাগ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কল্যাণে নয়, মেধা বিকাশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব নেই, ছাত্রছাত্রীরা পাস কিনে নিয়েছে। ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেছে বেছে উচ্চবিত্তদের মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিয়ে শত ভাগ পাস করার কৃতিত্ব জাহির করছে। গযরহ ছাত্রছাত্রী ভর্তি শত ভাগ পাস করাতে পারলে বোঝা যাবে তাদের কৃতিত্ব।

কয়েক বছর ধরে নকল মুক্তপরীক্ষা গ্রহণের চেষ্টা চললেও আজও পরীক্ষার ব্যবস্থা নকলমুক্ত হয়নি। সম্ভবত সদিচ্ছার চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই এর পেছনে কাজ করেছে বেশি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেন টাকা কামানোর কারখানায় পরিণত না হয়ে স্বল্প খরচে শিক্ষা বিস্তারে আত্ম রিব হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বারবার ভর্তি করাতে এবং শ্রেণীকক্ষে নানা অজুহাতে ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করে অর্থ কামাই করার প্রবণতা রোধ করতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা যেমন চাই তেমন শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বল্প খরচে সন্তানদের আলোকিত মানুষ করতে চাই। পাবলিক পরীক্ষার পাসের হার ৯৬% থেকে ৯৮% এ উন্নতি করতে হবে। শুধু পাস চাই না, শিক্ষিত সন্তানদের কর্মসংস্থানের নিশ্চিয়তাও চাই।

৯১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজনও পাস করেনি কেন?- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নেই? যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজনও পাস করবে না সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিল করতে হবে। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০% ছাত্রছাত্রী পাস করবে সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত থাকবে তবে সরকারি সহযোগিতা বন্ধ থাকবে। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০% থেকে ৫০% ছাত্রছাত্রী পাস করবে সেসব প্রতিষ্ঠান সরকারি সহযোগিতা পাবে ৫০%। ৫০% থেকে ৮০% যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রী পাস করবে সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি অনুদান পাবে ৭৫% থেকে ৮০%। ৮০% থেকে ১০০% পর্যন্ত পাস করবে সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১০০% সরকারি সহযোগিতা পাবে এবং যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১০০% পাস করবে সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হবে। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হতে হবে। কোচিং, টিউটর এবং গাইড ও নোট বই বন্ধ করতে হবে। তা সম্ভব হলে জাতি মানসম্মত শিক্ষা আশা করতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের ওপর মানসিক চাপ কমাতে হবে।

আমাদের দেশের মানুষ বেশিরভাগ গরিব। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় তারা কষ্ট করে সন্তানদের মানুষ করার ইচ্ছায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠান। শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানসম্মত শিক্ষা না হলে শিক্ষিত হয়ে মেরুদণ্ডহীন শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সবাইকে তা অনুধাবন করতে হবে। শিক্ষা মানুষের অধিকার, শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করা সমীচীন নয়। স্বল্প খরচে দুর্নীতিমুক্ত মানসম্মত শিক্ষা দেশবাসীর কাম্য। আজকের শিক্ষার্থী আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আগামী দিনের নেতা, আমলা, বিচারক-ব্যবসায়ী। ন্যায়পরায়ণতা, সততা, শিক্ষার মানদণ্ড হওয়া উচিত। মিথ্যাকে বর্জন করে সত্যকে ধারণ করতে হবে। অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায়প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ঘুষ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। স্বীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য মিথ্যার কৌশলী হওয়া উচিত নয়। প্রতারিত হব না, কাউকে প্রতারণা করব না। এ স্লোগানকে সামনে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষিত মানুষ আলোকিত মানুষ হবে। দেশ ও জাতিকে আলোকিত করবে।

যদি তাই হয় দেশে অভাব অনটন সামাজিক অস্থিরতা কমে আসতে বাধ্য। আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিশ্চিত করতে পারে। শিক্ষক মহোদয়রা হবেন প্রকৃত মানুষ গড়ার কারিগর। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৎ নিষ্ঠাবান শিক্ষক তৈরি করতে হবে, শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা যেন অপচয় বা দুর্নীতি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তা করতে পারলে দেশের মানুষ ১৯৭১ সালে যে ত্যাগ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তা কিছুটা হলেও পূরণ হতে পারে।

[লেখক : সাবেক সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল]